দৈনিক সংবাদ

JUL 27

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

সেই বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীরা এখনও হলে আছে!

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের পরিকল্পনা এবং নির্দেশে মঙ্গলবার মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের বর্বর নির্যাতন চালানো হয়। সাধারণ ছাত্রীদের বক্তব্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হলের ৫ জন হাউস টিউটর। রাত ১টায় পুলিশ গেট ভেঙে হলে প্রবেশের কিছুক্ষণ আগে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রী লুসি ও শান্তা মোবাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের সঙ্গে কথা বলে হলে পুলিশ ঢোকার নির্দেশ দিতে অনুরোধ করে। অন্যদিকে পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও স্বীকার করা হয়েছে, প্রক্টরের অনুরোধে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ প্রবেশ করে। ঘটনার পর ৩ দিন অতিবাহিত হলেও শামসুন্নাহার হলে এখনও বহিরাগত ৫ ছাত্রদল নেত্রী বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে। নতুন প্রভোস্ট ও হাউস টিউটররা কার্যত এখনও ওই ৫ ছাত্রদল নেত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছেন। অন্যদিকে মঙ্গলবার মধ্যরাতের ঘটনার পরদিন বুধবার লুসি, শান্তা, শাহনাজ

বহিরাগত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

বাহিরাগত ঃ নেত্রীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেরিনা ভিসির বাসভবনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে। তারা ভিসির বাসভবনের একটি কক্ষে শুয়ে, বসে ও আনন্দ করে কাটায়। রাত বুধবার রাতে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তারা শামসুন্নাহার হলেই অবস্থান করে। মোবাইলে ও সরাসরি যোগাযোগ করে ছাত্রদল নেতা, ভিসি ও প্রক্টর এবং অনুগত হাউস টিউটরদের সঙ্গে।

সূত্র মতে, শামসুন্নাহার হলের একজন হাউস টিউটর যার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের হলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দিয়েছে।

বিদায়ী প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ওই হাউস টিউটরের নেতৃত্বে ৫/৬ জন হাউস টিউটর ও বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীরা একজোট হয়। হলের কয়েকজন ছাত্রী জানায়, ড. সুলতানা শফি হাউস টিউটরদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতেন না, অন্যদিকে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের হল ছেড়ে দেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার নোটিশ দিয়েছেন। এ কারণে হাউস টিউটর ও বহিরাগতরা একজোট হয়। তারা সুলতানা শফির অপসারণ দাবি করে। ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী প্রভোস্ট পদে তার দলীয় লোক বসানোর জন্য হাউস টিউটর ও বহিরাগতদের পক্ষাবলম্বন করে। ঘটনার ৫ দিন আগেও সুলতানা শফি হলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ভিসির সঙ্গে দেখা করলে ভিসি তাকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রয়োজনে তাকে বরখাস্ত করতে বলেন। তবুও তিনি পদত্যাগ করবেন না বলে ভিসিকে জানান।

এরপর হাউস টিউটররা ভিসির সঙ্গে পরামর্শক্রমে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের প্রভোস্ট অফিসে তালা মেরে দেয়ার জন্য উসকে দেয়। সোমবার সকালে শান্তা, লুসি, শাহনাজ ও মেরিনাসহ কয়েকজন শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্টের কক্ষসহ অফিসের অন্যান্য, কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এতে সাধারণ ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দুপুরে ভিসির অফিসে স্মারকলিপি দিতে যায়। ছাত্রীরা অফিস চত্বরের বাইরে অবস্থান নিলে ভিসি কয়েকজনকে ভেতরে ডেকে পাঠান; কিন্তু ছাত্রীরা ভিসিকে তাদের কাছে আসতে বলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভিসি এতে ছাত্রীদের ওপর ক্ষুব্ধ হন। যার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অভিযান।

ভিসি যাদের রক্ষায় হলে পুলিশ প্রবেশ করেছে বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছেন তারা হল লুসি ও শান্তা। রমনা থানায় মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সুলতানা শফির নেতৃত্বে ছাত্রীরা লুসি ও শান্তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং ১৮ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তাদের হল থেকে বের করার জন্য প্রক্টররা মঙ্গলবার রাত ৮টায় হলে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে পুলিশ মধ্যরাতে তাদের সঙ্গে নিয়েই ছাত্রীদের নির্যাতন করে।

শামসুন্নাহার হলের সাধারণ ছাত্রী ও হল অফিস সূত্রে জানা যায়, দর্শন বিভাগের ছাত্রী ছাত্রদলের হল শাখার সভানেত্রী হালিমা খান লুসি দেড়বছর আগে মাস্টার্স পাস করেছে। আর সেক্রেটারি নূরজাহান খানম শান্তাও সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে পড়াশোনার পাট চুকিয়েছে। তাদের সঙ্গে আরও যারা ছাত্রদল নেত্রী হিসেবে অবৈধভাবে হলে অবস্থান করছে তারা হলো শাহনাজ মেরিনা। এরা হলের মাস্টার্স বিল্ডিংয়ের ২৩০, ৩৩৫, ২৩৮, ২৪০ নম্বর কক্ষে অবস্থান করে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তারা গত ৫ বছর ছাত্রলীগ নেত্রীদের হলে থাকার উদাহরণ দিয়ে নিজেরাও হলে কর্তৃত্ব শুরু করে। লুসি মাস কয়েক আগে টিভি দেখা নিয়ে তারই বিভাগের শাহীদা আক্তার নামে এক ছাত্রীকে মারধর করে হল থেকে রাত দেড়টায় বের করে দেয়। হলের ভেতরের ফটোস্ট্যাট মেশিন থেকে চাঁদা না পাওয়ায় তারা ফটোস্ট্যাট মেশিনটি বন্ধ করে দিয়েছে। টিভি রুমে তাদের ইচ্ছেমতো চ্যানেল চলে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে হুমকি ও নির্যাতন করে। দু' মাস আগে এক ছাত্রী তাদের আচরণের প্রতিবাদ করলে ২৩৫ নম্বর কক্ষে নিয়ে তাকে দু'ঘণ্টা আটক রাখে। পরে সাধারণ ছাত্রীদের অনুরোধে তাকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার পর সাধারণ ছাত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেয়।

প্রভোস্ট সুলতানা শফি তাদের হল থেকে চলে যাওয়ার জন্য ৪ বার নোটিশ দিয়েছেন। তিনি ভিসির সঙ্গে দেখা করে তাদের ব্যাপারে ভিসিকে জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল একথা স্বীকারও করা হয়েছে। অন্যদিকে হলের প্রতিটি ফ্লোরে বহিরাগত হিসেবে ছাত্রদল নেত্রীদের নাম টাঙানো ছিল; কিন্তু তবুও তারা হলে থেকে যায় বহাল তবিয়তে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীরা জানায়, ঘটনার রাতে পুলিশ ঢোকার আগেই লুসি ও শান্তা হকিস্টিক দিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণকারী ছাত্রী সেলিনাকে বেদম প্রহার করে। এ কারণেই সাধারণ ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই তারা তাদের কক্ষে গিয়ে মোবাইলে ভিসি ও প্রভোস্টকে হলে পুলিশ পাঠানোর অনুরোধ করে। আর পুলিশ গেট ভেঙে হলে প্রবেশ করে ছাত্রীদের নির্যাতন ও গ্রেফতার করে। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীরা জানায়, বুধবার সকালে নাজনীন নামে এক ছাত্রীকে পুলিশের সামনেই লুসি হকিস্টিক দিয়ে পেটায়। পেটানোর পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীরা জানায়, ছাত্রদল নেত্রীদের কক্ষগুলোতে বিভিন্ন কলেজের বহিরাগত ছাত্রীরাও অবস্থান করত। নেত্রীরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করে। রাতে যখন খুশি হলে ফিরত। এ বিষয়টিও প্রভোস্ট ভিসিকে জানিয়েছিলেন।